সঙ্গীতাদির সঙ্গে কিছুক্ষণ

সাক্ষাৎকারঃ কৌস্তুভ গোস্বামী
কৃতজ্ঞতা স্বীকারঃ সোমা রায়চৌধুরী

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে যাঁরা পাল্‌টা হাওয়ার মত এসে, একটু ব্যতিক্রমী উপস্থাপনায় উত্তর আধুনিক মানসিকতাকে প্রাঞ্জল করে তুলেছেন, তাঁদের অন্যতমা সঙ্গীতা বন্দোপাধ্যায়। বলাই বাহুল্য, ব্যতিক্রমীরাই বিতর্কিত হয়ে থাকেন। তাই এই 'বিতর্কিত' ও 'আলোচিত' তরুণী লেখিকাকে যখন আরো মন দিয়ে পড়লাম সাক্ষাৎকার নিতে হবে বলে, তখন সত্যিই একটু আড়ষ্টতা, দ্বিধা কাজ করছিল মনে, কিভাবে আমার জিজ্ঞাস্যগুলো পৌঁছে দেব, comfort zone-টা তৈরী হবে কিনা। কিন্তু অবিশ্বাস্য ভাবে আড্ডার (এটাকে সাক্ষাৎকার বলাটা সমীচীন হবে না) শেষে যে সঙ্গীতা-দি'কে আবিষ্কার করলাম, তিনি কিন্তু ব্যক্তি স্বাধীনতায় বিশ্বাসী, স্বেচ্ছাচারী নন; সামাজিক কিছু শৃঙ্খলার মধ্যে আবদ্ধ থেকে, অনেক হৃদয়বিদারী অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেও যে স্বাধীনতাকে চূড়ান্তভাবে উপভোগ করা যায়, সেটা সঙ্গীতা-দি বুঝিয়ে দিলেন।

বৃষ্টিভেজা সেপ্টেম্বরের বিকেলে ওনার কথামত পৌঁছে গেলাম 'ক্যাফে কফি ডে'তে। হঠাৎ মোবাইল বেজে উঠল – সঙ্গীতা-দি কলিং। ওপার থেকেঃ দাঁড়া আসছি। গোলপার্কে জ্যামে আটকে আছি।
সঙ্গীতা-দি এলেন, প্রসাধনহীন, পরনে সাদা-কালো সালোয়ার কামীজ, হাতে কয়েকটি শপিং ব্যাগ; বোঝাই গেল - 'মা আসছেন'।

সঙ্গীতাঃ বড্ড আওয়াজ হচ্ছে বল? ভেতরে বসবি?
পালকিঃ না, না, এখানেই ঠিক আছি। কিন্তু Walkman?
সঙ্গীতাঃ আরে আড্ডা মারতে এসেছি, ছাড় তো তোর Walkman! বল কেমন আছিস? তোর বন্ধু বুঝি? নমস্কার, আমি সঙ্গীতা।
আমার সঙ্গী বললেন, যে সেটা জেনেই উনি এসেছেন আমার সাথে।
সঙ্গীতাঃ তোর কী সব জিজ্ঞেস করার আছে শুনলাম। কী কী?
পালকিঃ তোমার ছেলেবেলার দিনগুলো কেমন কেটেছে?
সঙ্গীতাঃ আমার ছেলেবেলা কেটেছে দুর্গাপুরে – টাউনশিপ, ওখানকার বাংলো প্যাটার্নের বাড়ীগুলো আমায় খুব টানতো। আমি একাই, ভাই-বোন নেই। বাবা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মেটালার্জির Doctorate ছিলেন। মা গৃহবধূ। আমি তো খেলাধূলা, পড়াশুনা, নাটক, আঁকা এসবেই ব্যস্ত থাকতাম। ব্যাডমিন্টন আমার খুব প্রিয় ছিল। আর পাঁচটা মেয়ের মত মা'কে রান্নাঘরে গিয়ে কোনদিন সাহায্য করিনি। ভালো লাগত না ওসব। আমি ছোট থেকেই স্বাধীনচেতা, পাকাও ছিলাম, জানিস (হেসে)।
পালকিঃ যথা?
সঙ্গীতাঃ আমি তো Carmel-এ পড়তাম। একবার বন্ধুরা মিলে পারভিন বাবির একটা কি সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম। বেশ সাহসী আধুনিক স্কার্ট পরে একটা দৃশ্য ছিল। আমি বাড়ী ফিরে সবার অলক্ষ্যে আমার স্কার্ট টাকে পায়ের পাশ দিয়ে ওরম ভাবে কেটে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে খুব enjoy করছিলাম। তারপর কি বকুনি!
পালকিঃ তোমার জীবনের চরম বিচ্ছেদ তো খুব ছোট বয়সেই। কি করে cope up করেছিলে ওই কচি বয়সে, ওই পরিস্থিতি?
সঙ্গীতাঃ হ্যাঁ। তিন বছরের ব্যবধানে মা-বাবা দুজনেই চলে গেলেন। মা '৮৩, আর বাবা '৮৬। মা চলে যাওয়ার পর বাবা-ই আমার মা-বাবা দুই-ই হয়ে উঠল। কিন্তু বাবার মৃত্যুর পর... যাই হোক, আমার জীবনে পাহাড়ের মত আমার আশ্রয় বল, আগলে রাখা বল, সব দিয়েছেন আমার বড়মামা। বড়মামা শিখিয়েছেন জীবনে মাথা উঁচু করে

দাঁড়াতে। বাগবাজার মাল্টিপারপাস্ স্কুলে ভর্ত্তি করে দিলেন। মামাবাড়ী থাকাকালীন শাসন, শৃঙ্খলা সব-ই ছিল as attention, বুঝলি? মা-বাবা হারানোর যে আর্তি, শোক, শূন্যতা সেটা বোঝার অবকাশ-ই দেননি মামা। আমি ওনার হাতেই গড়া।

পালকিঃ লেখালেখি শুরু করলে কবে থেকে?

সঙ্গীতাঃ সে তো স্কুল থেকেই। কিন্তু মামাবাড়ীতে থাকতে মামার এক বন্ধু আমায় পড়াতে আসতেন। উনি-ই একদিন আমার হাতে তুলে দিলেন...

পালকিঃ রবীন্দ্রনাথ?

সঙ্গীতাঃ (হেসে) না। 'ছাড়পত্র' – সুকান্ত। সুকান্ত ও জীবনানন্দ-ই আমার লেখার মূল প্রেরণা। বিশেষ করে জীবনানন্দ। 'চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা'! মামার বন্ধুরা এলে আমায় ডেকে পাঠাতেন, আমার লেখা কবিতা পড়বার জন্য। সবাই যখন 'ভাল, ভাল' বলতে লাগলেন তখন আরেকটু সাহস পেলাম। এবং হায়ার সেকেণ্ডারী-র পর থেকেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলাম যে এই জগতেই নিজেকে প্রতিষ্ঠা করব। প্রথাগত পড়াশুনায় আমি বিশ্বাসী ছিলাম না। কিন্তু প্রচুর বই পড়তাম। দেশী। বিদেশী।

পালকিঃ এত অল্প বয়সে বিয়ে করেছিলে কেন?

সঙ্গীতাঃ ইচ্ছে হল! ভাল লাগল ওকে। মনে হল পেয়ে গেছি তাকে; কিন্তু ... ছাড় ওসব।

পালকিঃ আচ্ছা সঙ্গীতাদি, তোমার লেখা পড়ে অনেকেই তোমায় শোভা দে'র বাংলা সংস্করণ বলেন। এতে তুমি গর্বিত হও না বিরক্ত হও?

সঙ্গীতাঃ শোভা দে? She's a trash writer। যারা এমন বলে, তারা হয় শোভা দে পড়েনি কিংবা আমার লেখা পড়েনি।

পালকিঃ কিন্তু এটা তো আমি নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে বলছি। শোভা দে-ও যেমন detail-এ যৌনতা নিয়ে লেখেন, তুমিও তো লেখ।

সঙ্গীতাঃ তাহলে শোভা দে কেন? Erotic Literature তো বহুকাল ধরেই লেখা হচ্ছে। তুই post modern যুগের Kathy Acker, Angela Carter–এর কথা ভাব। তুলনা করতে হলে অনেক superior writers-রা আছেন। শোভা দে নয় রে!

পালকিঃ সঙ্গীতা-দি, 'শঙ্খিনী'তে কতটা autobiographical element আছে?

সঙ্গীতাঃ (হেসে) আবার... ঘুরে ফিরে... যা বলার বলেই তো দিয়েছি!

পালকিঃ তুমি তো একটু আগেই বললে যে সাহিত্যে eroticism তো বহুকাল ধরেই আছে। অথচ কোন পুরুষ যৌনতা নিয়ে লিখলে এত শোরগোল হয়না তো! মহিলাদের ক্ষেত্রে এটা কেন?

সঙ্গীতাঃ ভাল প্রশ্ন! কিন্তু তুই একটা কথা ভুলে যাচ্ছিস। একজন পুরুষ যখন যৌনতা নিয়ে লেখেন, তিনি কিন্তু একটা অন্য দৃষ্টিকোণ দিয়ে লেখেন। তাঁর voyeuristic fantasy satisfy করার জন্য-ও হতে পারে। কিন্তু একজন মহিলা যখন লেখেন তার যৌন অভিজ্ঞতা নিয়ে। সেখানে কিন্তু অনেক অব্যক্ত যন্ত্রনা, অপ্রকাশিত আবেগ লুকিয়ে থাকে। সেটা বোঝার মত বা উপলব্ধি করার মত sensitivity যার নেই, সে তো ছি ছি করবেই। এটাই তো সমাজের নিয়ম। ভণ্ডামীর চূড়ান্ত!

পালকিঃ তোমার 'প্যান্টি' অণু-উপন্যাসটি আমায় ব্যক্তিগত ভাবে ভীষণ নাড়া দিয়েছিল। 'quest for identity' এই post modern concept-টা এত সুন্দর করে একটি ব্যবহৃত অন্তর্বাসের metaphor-এর মাধ্যমে যে ফুটিয়ে তোলা যেতে পারে, তা অনবদ্য। কিন্তু তুমি এমন এমন শব্দ অপ্রয়োজনীয় ভাবে ব্যবহার করেছ যে মনে হয়েছে যে খুব gimmick দিয়ে saleable করতে চেয়েছ।

সঙ্গীতাঃ 'প্যান্টি' কখনই saleable হতে পারে না ভাই। 'Nobody is going to buy and read it'; তাদের কথা বলছি যারা sexual matter পড়ার জন্য ক্ষুধার্ত, তাদেরকে তৃপ্ত করতে পারেনা 'প্যান্টি'। আমি একটা জিনিস

সত্যিই বুঝতে পারিনা রে, যৌনতা নিয়ে কিছু উপভোগ করতে হবে? যাই, সঙ্গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়-এর বই কিনি! তাদের কাছে তো আরো কত option!

পালকিঃ যেমন?

সঙ্গীতাঃ পর্নোগ্রাফী! Porn sites-এর তো ছড়াছড়ি। যদি কেউ সে আনন্দ-টাই পেতে চায় তাহলে আমার লেখা পড়ে ৩০% আনন্দ পাবে। বাকি ৭০% কিন্তু আমি দিতে পারব না। আমি সত্যিই বুঝতে পারি না বাংলা সাহিত্যে এত কাল ধরে এত লেখায় কতরকম ভাবে যৌনতা ছড়িয়ে আছে, আমার একটা উপন্যাসের কোথায় চার লাইন কি লেখা আছে... সেটা সত্যিই হাস্যকর। Really absurd, ridiculous।

পালকিঃ তোমার কোন Genre-তে লিখতে সবথেকে ভাল লাগে? কবিতা, উপন্যাস না ছোট গল্প?

সঙ্গীতাঃ উপন্যাস। আমার ভীষণ ভাল লাগে রে।

পালকিঃ পাতার পর পাতা লিখতে বিরক্তি, ক্লান্তি লাগে না?

সঙ্গীতাঃ (হেসে) এত তাড়াতাড়ি ক্লান্তি? তাহলে তোরা কি করবি?

পালকিঃ আচ্ছা! তোমার সাম্প্রতিকতম উপন্যাস ‘যোগিনী’ সম্পর্কে কিছু বল। এবারের শারদীয়া ‘দেশ’-এ প্রকাশিত হয়েছে।

সঙ্গীতাঃ ‘যোগিনী’ হচ্ছে নিয়তিবাদ। কর্ম, কর্মফল – predestined বলে কিছু আছে কি না, ভাগ্য বদলানো যায় কি না, এসব নিয়েই।

পালকিঃ তার মানে তুমি নাস্তিক নও।

সঙ্গীতাঃ ওমা, কি করে বললি? তোকে আমি বললাম যে ‘যোগিনী’ নিয়তিবাদ – আমি ঈশ্বর, ভাগ্যকে বিশ্বাস করি না, তার উত্তর পাওয়ারই চেষ্টা করেছি। অবশ্য, তাতে কিছুই যায় আসে না।

পালকিঃ তুমি কখনো জ্যোতিষীকে হাত দেখিয়েছিলে?

সঙ্গীতাঃ হ্যাঁ, কিন্তু সে কখনো বলেনি আমি লেখিকা হব। আমার মনে হয় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক বা সাহিত্যের কাজই হল প্রশ্ন তোলা। আমি claim করছি না যে আমি একটা যুগান্তকারী লেখিকা – বিশাল একটা কিছু করে ফেলতে চাইছি। কিন্তু কিছু প্রশ্ন তুলে দিচ্ছি।

পালকিঃ তুমি vulgarity-কে কিভাবে ব্যাখ্যা করবে?

সঙ্গীতাঃ ধর, একটি ছেলে ও একটি মেয়ের ফুলশয্যার পরের দিন সকালবেলা দেখা গেল, মেয়েটি খুব বিধ্বস্ত, বা না হলেও, তাকে অবধারিত ভাবে জিজ্ঞেস করা হয়, কাল রাত্রে কি কি হল? দরজা বন্ধ করে কে কি করে তা আমরা জানি, তাতে কোন vulgarity নেই। vulgar তা নিয়ে অযথা কৌতূহল প্রকাশ করা, জিজ্ঞেস করা – দরজা বন্ধ করে তুমি কি করছিলে? আসলে জানিস তো, সত্যি কথা বলতে সবাই ভয় পায়, দ্বিধান্বিত হয়। আমি আমার ব্যক্তিজীবনে যা, সেটাই তো আমার লেখার মধ্যে প্রতিফলিত হবে। sex কি জীবনের একটা অংশ নয়? তাহলে এটা নিয়ে লিখলে এত ছি ছি করার কি আছে? আমি sex লিখি দু’পাতার ভেতরে, কেন লিখি সেটা নিয়ে অহেতুক জোরে জোরে চেঁচানোটাই vulgarity।

পালকিঃ রবীন্দ্রনাথের প্রভাব তোমার জীবনে কি আছে? থাকলে, কি ভাবে আছে?

সঙ্গীতাঃ রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন, দুঃখ থেকে উত্তরণের পথ খোঁজা, এইখানটাতে আমি একাত্ম হবার চেষ্টা করি। কখনো আমার মনে হয়, আমি ভীষণ অপ্‌টিমিস্টিক, আবার কখনো ভীষণ পেসিমিস্ট।

পালকিঃ তুমি কি basically loner?

সঙ্গীতাঃ বেসিকালি আমরা সবাই তাই। আমরা সবাই তো একা, বল।

পালকিঃ তোমার মনে হয় না, যারা hypersensitive, আবেগপ্রবণ হয়, তারা বেশি কষ্ট পায়?

সঙ্গীতাঃ সমান্তরাল ভাবে তোর চারিত্রিক দৃঢ়তা থাকতে হবে। বিভিন্ন রকমের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে strong হতে হবে। শুধু sensitivity দিয়ে তো হবে না। আমি এক সময় ব্যক্তিগত দুঃখে খুব বিশ্বাসী ছিলাম; জীবনে দুঃখ তো কম পাইনি। কিন্তু এখন আমি আর নিজের দুঃখের কথা, নিজেকে বলতে খুব ছোট মনে করি।

পালকিঃ একটু অন্য প্রসঙ্গে আসি। তোমার শখ কি কি?

সঙ্গীতাঃ দেখ শখ বলতে লোকেরা যা যা বলে থাকে, এই যেমন গান শোনা, সিনেমা দেখা, ছবি আঁকা – এগুলো আমার আর শখ নয়। বেঁচে থাকতে গেলে এগুলো ছাড়া তুই থাকবি কি করে? কাজেই এগুলো বেঁচে থাকার তাগিদেই করি। ছবি আঁকতে ভালোবাসি। রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখেছিলাম সুমিত্রাদির (সুমিত্রা সেন) কাছে। শখ বলতে এখন যেটা মনে হয়, সেটা হচ্ছে, মানুষ চেনা, সম্পর্কগুলো বোঝা, মানুষের সাথে মানুষের, মানুষের সাথে পৃথিবীর। ultimate survival, আর কি।

পালকিঃ তোমার কথার খেই ধরেই বলছি, fittest কাকে বলবে; survival of the fittest এর প্রশ্ন যদি তোলা হয়?

সঙ্গীতাঃ খুব আপেক্ষিক। যে ফিট্ করে গেল, এবং যে ফিট্ করে গেল না, both head towards the same destiny।

পালকিঃ এটা অনেকটা "শেষ হইয়াও হইল না শেষ" গোছের উত্তর হয়ে গেল না?

সঙ্গীতাঃ (হেসে) ওটাই তো সাহিত্য ভাই!

পালকিঃ আচ্ছা, সঙ্গীতা-দি, এতো ভারী ভারী কথাবার্তার পর একটা rapid fire হয়ে যাক?

সঙ্গীতাঃ বেশ।

১। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় / সমরেশ বসু – দুজনেই

২। সুচিত্রা ভট্টাচার্য / মল্লিকা সেনগুপ্ত – no comments

৩। জয় গোস্বামী / শ্রীজাত – জয়

৪। বিয়ে / লিভ টুগেদার – living together is marriage; marriage is all about living together

৫। সত্যজিৎ রায় / ঋতুপর্ণ ঘোষ – দুজনেই

৬। রবীন্দ্রনাথের গান / সমকালীন বাংলা গান – দুটোই

৭। The namesake / The god of small things – একটাও না – horrible

পালকিঃ আচ্ছা সঙ্গীতা-দি, একটা প্রশ্ন করি। তোমার 'শঙ্খিনী' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্রকে যদি বিশ্লেষণ করা হয়, তুমি কি বলবে, morality, immorality, sin এগুলোর কি আদৌ অস্তিত্ব আছে?

সঙ্গীতাঃ আমরা কিন্তু একই সঙ্গে সাহসী এবং ভীতু। জায়গা বুঝে, আমরা কখনো moral, কখনো immoral। তুই আমায় আমার বাড়ির লোকের সামনে এক ঝুড়ি morality-র জ্ঞান দিতে বল আমি দিয়ে দেব। আবার কখনো কখনো আমরা চরম উচ্ছৃঙ্খল, we can go to any extent to climb the social ladder।

পালকিঃ তোমার লেখা পড়ে তোমায় যতটা ছন্নছাড়া, disorganized, fickle-minded মনে হয়, তোমার সাথে কথা বলে কিন্তু তা মনে হল না।

সঙ্গীতাঃ আমি ভিতর থেকে খুব ডিসিপ্লিনড্। ধর, আমার বাড়ির কোন একটা জায়গা খুব অগোছালো, আমার বইপত্র, জামাকাপড় এলোমেলো হয়ে পড়ে আছে, আমার চিন্তাভাবনাও কিন্তু এলোমেলো হবে। সেক্ষেত্রে শৃঙ্খলাটা ভিতর থেকে আসতে হবে। লোক দেখানো hypocrisy নয়।

পালকিঃ তার মানে আমি কি conclude করতে পারি, যে একজন মানুষের multiple relationships (physical as well as emotional) থাকলেও সে disciplined?

সঙ্গীতাঃ হ্যাঁ, অবশ্যই।

পালকিঃ তোমার প্রিয় খাবার কি?

সঙ্গীতাঃ ওরে বাবা! Endless। কখনো কুমড়োর ছেঁচকি দিয়ে রুটি, কখনো তাজ-এর Buffet, কখনো নকুড়ের মনোহরা, chocolates, গাঙ্গুরামের pineapple-এর সন্দেশ। ভীষণ খেতে ভালোবাসি।

পালকিঃ তোমার প্রিয় রঙ?

সঙ্গীতাঃ নীল – এই রংটার মধ্যে নির্জনতা, বিষণ্ণতা, আবেগ, উচ্ছ্বাস, এবং একটা বিষাক্ত ব্যাপারও আছে।

পালকিঃ প্রিয় পোষাক?

সঙ্গীতাঃ শাড়ী, একটু ট্র্যাডিশ্‌নাল handloom work; জরী এখন আর ভালো লাগে না। আমার ব্যক্তিত্বের সাথে যায় না মনে হয়। সন্ধ্যেবেলার পার্টি হলে শিফন পরি। ডিস্কো-তে গেলে off-shoulder-ও পরি। সাহসের তো কোন সীমা নেই। (হাসি) চল ওঠা যাক।

সঙ্গীতাঃ রবীন্দ্রনাথের একটা গান আছে আমার খুব প্রিয়। ‘‘তরী আমার হঠাৎ ডুবে যায়, কোনখানে রে কোন পাষাণের ঘায়...’’

সঙ্গীতার তরী কিন্তু ডোবেনি। জীবনের অনন্তসাগরে তরী কখনো স্রোতের অনুকূলে, কখনো প্রতিকূলে ভাসতে ভাসতে অবশেষে পৌঁছল এক অচিন দেশের পারে। ‘শঙ্খিনী’র তরী সঙ্গীতা বন্দোপাধ্যায় নন, কিন্তু সঙ্গীতার মত মননশীল, স্পর্শকাতর, সৃজনশীল মানুষদের মধ্যেই তরী’রা লুকিয়ে থাকেন। সঙ্গীতার তরী বেয়ে চলবে বহুদিন অজানা, অচেনা স্রোতে, খুঁজে নেবে নতুন পথের দিশা।

পালকির শুভকামনা রইল তাঁর সাথে।

বর্তমানে সঙ্গীতা ‘স্টার আনন্দ’ চ্যানেলের সহকারী প্রযোজক।

সঙ্গীতা বন্দোপাধ্যায়ের প্রকাশিত গল্প ও উপন্যাস:

- সাথীয়া (২০০৫)
- কালা ঘোড়া
- অনিতা, জয়িতা, সঞ্চিতারা
- যাকে ভূত বলি
- ছুটির নকশা
- শঙ্খিনী (২০০৭)
- প্যান্টি
- যোগিনী (২০০৮)
- মনরাত্রি সিরিজ (কবিতা)